দশম অধ্যায়

রণচাতুর্য ও রণকৌশল

(Strategy and Tactics)

যুদ্ধকার্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— (১) রণচাতুর্য (Strategy), (২) রণকৌশল (Tactics)। রণচাতুর্য (Strategy) এবং রণকৌশল (Tactics) শব্দ দুটি শুনতে একরকম হলেও, এই দুটি শব্দের মধ্যে কার্যপ্রণালীগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রণচাতুর্য ও রণকৌশল একই জাতির দুটি অঙ্গ। এই দুটি শব্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান।

রণচাতুর্য— রণচাতুর্য বা (Strategy) শব্দটি লাতিন শব্দ 'Stratagem' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'সামরিক জেনারেলের কাজ' (act of General)। ইহার বিস্তৃত অর্থ হল, যুদ্ধ পরিকল্পনা ও নিয়োজনের শিল্পকলা (art)। যাহা সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

রণচাতুর্য বলতে বোঝায়, 'যুদ্ধে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্রকে কূটনৈতিকভাবে সুসজ্জিত করা। যার সাহায্যে সেনাবাহিনী জয়লাভের জন্য সমস্ত রকম উপায় উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা পায়।' (Strategy– 'It is the theory of the use of combat for the objects of war')

বিখ্যাত সমরনীতিবিদ্ **লিডিল্ হার্ট**-এর মতে, '**রণচাতুর্য** হল যুদ্ধে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সৈন্য এবং সমরসজ্জাকে উপযুক্ত প্রণালীতে সুসজ্জিত করার পদ্ধতি।' ("Strategy is the art of distributing and applying military means fulfil the ends of policy"– Liddell Hart)

বিখ্যাত সমরনীতিবিদ্ **মোল্ক্ (Molke)**-এর উক্তিটি **রণচাতুর্যে**-র উপযুক্ত সংজ্ঞা হিসেবে মানা হয়। তাঁর মতে রণচাতুর্য হল,— 'যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী ও সাজসরঞ্জামকে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই-এর ব্যবহারিক উপযোগীকরণ করা।' ("Strategy is the practical adaptation of the means placed at a general's disposal to the attainments of the object."– Molke)

যুদ্ধে জয়লাভ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবল উপযুক্ত সমরসজ্জাই যথেষ্ট নয়। রণসজ্জার সাথে সাথে অর্থনৈতিক, মানসিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থাকেও যথোপযুক্ত রাখতে হয়। এই সমগ্র পরিকল্পনার ব্যবহারিক পরিকাঠামোকে 'মহান রণচাতুর্য' (Grand Strategy) বলে। এই মহান

রণচাতুর্যের মূল উদ্দেশ্য হল— রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে এমন পর্যায়ে রাখা, যাতে যে কোন রকম সমস্যাকে সহজে সমাধান করে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

রণকৌশল— রণকৌশল বা (Tactics) শব্দটি জার্মান শব্দ 'Taktika' থেকে এসেছে। যার অর্থ, চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে সৈন্যদের গতিবিধি স্থির করা।

রণকৌশল বা Tactic বলতে বোঝায়, 'যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ রণভূমিতে সৈন্যবাহিনী ও তার অধিনায়ক জয়লাভের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করতে পারে বা করে।' (Tactics– 'It is the theory of the use of military forces in combat.')

বিশদ্‌ভাবে বলতে গেলে, রণচাতুর্য ও রণকৌশল বলতে বোঝায়, শত্রুপক্ষকে নিজেদের সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে এসে কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পরাভূত করা। রণচাতুর্য ও রণকৌশলের উদ্দেশ্য হল— কম সময়ে, কম লোকক্ষয় এবং যুদ্ধ সামগ্রী ব্যয় করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা। রণচাতুর্য ও রণকৌশল সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে না গিয়েও কোন সঠিক উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া, রণচাতুর্যের উৎকর্ষতাকে প্রকাশ করে।

রণচাতুর্য ও রণকৌশলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য (Inter-relation and Distinction between strategy and Tactics) :

(১) বিখ্যাত রণনীতিবিদ্ **হেমলে (Habmly)**-এর মতে, 'রণচাতুর্য, যুদ্ধকার্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু রণকৌশল কেবলমাত্র রণভূমিতে প্রয়োগ করা হয়।'

("The theatre of war is the province of Strategy. The field of battle is the province of tactics"– Hambly)

(২) বিখ্যাত রণনীতিবিদ্ **লিড্‌িল হার্ট (Hiddell Hart)**-এর মতে, 'রণচাতুর্য যুদ্ধের সাফল্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নানারকম যোগাযোগ ও রণসজ্জার উপর নির্ভর করে। কিন্তু রণকৌশল, রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে।'

("Strategy lies mainly in the sphere of communication, tactics in the domain of weapons."– Liddell Hart.)

(৩) রণচাতুর্যের অর্থ হল, রণসজ্জা ও পরিকল্পনাকে এমনভাবে সুসজ্জিত করা, যাতে সৈন্যদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে যতটা সম্ভব অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

রণকৌশলের অর্থ হল, যুদ্ধের সময় রণভূমিতে সৃষ্টি পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের রণসজ্জা ও সৈন্য-সামন্তদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কৌশলগতভাবে প্রয়োগ করা, যাতে শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণে বাধ্য হয়।

(৪) রণ চাতুর্য পূর্বনির্ধারিত। এই রণচাতুর্য অনুযায়ী সৈন্যদের রণক্ষেত্রে সুসজ্জিত করা হয়। রণকৌশল রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরী করতে হয়। ইহা পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে চলতে পারে না।

Scanned with CamScanner

৫। রণচাতুর্য যুদ্ধকার্য ও রণক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু রণকৌশল প্রত্যক্ষভাবে রণভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৬। রণচাতুর্য এমন হওয়া উচিত, যেখানে সৈন্যবাহিনী অনেক কম পরিশ্রম, সময়, চিন্তাশক্তি, সৈন্য ও রণসম্ভার ব্যয় করে অধিক ফল পেতে পারে।

রণকৌশল এমন হওয়া উচিত যেখানে সৈন্যরা জয়লাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এবং সাফল্য নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করতে পারে।

৭। রণচাতুর্য সম্পূর্ণরূপে সামরিকতন্ত্রে প্রকাশ পায়।

রণকৌশল শুধুমাত্র লড়াইতে প্রকাশ পায়।

৮। শত্রুপক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনার কৌশল বা ব্যবস্থাকে রণচাতুর্য বলে।

আবার সেই শত্রুপক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পরাজয় বরণে বাধ্য করার কৌশল বা ব্যবস্থাকে রণকৌশল বলে।

৯। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, রণচাতুর্য বলতে বোঝায়, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে যুদ্ধ শুরু পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী সাফল্যলাভের জন্য যে যে ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহা রণচাতুর্যের অন্তর্ভুক্ত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী জয়লাভের জন্য যে যে ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তাহা রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রয়োজনে পরিস্থিতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল।

১০। রণচাতুর্য সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের অভিসন্ধি (Plan) অনুযায়ী তৈরী হয়।

রণকৌশল যুদ্ধরত সেনা ও তার অধিনায়কদের (Commander) অভিসন্ধি অনুযায়ী তৈরী হয়।

শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে হলে রণচাতুর্যে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে চলতে হয়। যেমন—

১। একদিকে হাতিয়ারের সমাবেশ, অন্যদিকে শান্তির বাণী প্রচার।

২। যুদ্ধ শুরু করে দিয়ে এমন সন্ধির শর্ত আরোপ করা যাহা শত্রুপক্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে মেনে নিতে সক্ষম না হয়।

৩। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে তাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণের মাধ্যমে মূল বাহিনী থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

৪। শত্রুপক্ষের মিত্রদের খোঁচানো।

৫। শত্রুপক্ষকে একদিকে জমায়েত হতে বাধ্য করা, অন্যদিকে আক্রমণ চালানো।

৬। শত্রুপক্ষের সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সৈন্যদল নিযুক্ত করা।

৭। গুপ্তচরের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের দুর্বল অংশ অন্বেষণ করা এবং তার উপর আঘাত হানা।

৮। শত্রুদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ মাধ্যম এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে আঘাত হানার চেষ্টা করা।

৯। শত্রুপক্ষকে সর্বদা মানসিক চাপে রাখার জন্য নিজেদের অস্ত্রসজ্জার প্রচার চালানো এবং পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের প্রচার চালানো।

যুদ্ধকারী উভয় পক্ষেরই চলৎ শক্তি (mobility), আত্মরক্ষাকারী শক্তি (Protection), আঘাতকারী শক্তি (Striking Pcwer) এবং ধারক শক্তি (holding power) প্রায় সমপর্যায়ে থাকে। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে হলে রণভূমিতে যুদ্ধরত সময়ে সৈন্যদের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেগুলি সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করা হয়।

যেমন— ১। যুদ্ধের অন্যতম প্রধান রণকৌশল হল ঝটিকা আক্রমণ বা তড়িৎ আক্রমণ (Blitzkreieg)। এই ধরনের রণকৌশল অবলম্বন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা সুফল পেয়েছিল।

২। শত্রুকে আক্রমণের ভূমিকায় রেখে নিজে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করা। এই ক্ষেত্রে নিজেদের ভূ-খন্ডে অবরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট রাখতে হয়। এই ধরনের কৌশল তখনই অবলম্বন করতে হয়, যখন শত্রুপক্ষের সমরশক্তি স্বপক্ষের সমরশক্তি অপেক্ষা বেশী থাকে। আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনাম এই রণকৌশল অবলম্বন করেছিল।

৩। যুদ্ধে রণকৌশলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) স্বল্পমেয়াদী রণকৌশল (খ) দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশল।

ক) স্বল্পমেয়াদী রণকৌশল পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরী করতে হয়। এই ধরনের রণকৌশল এমন হয় যে, শত্রুপক্ষ যদি কোন কাজকে দুঃসাধ্য মনে করে, তাহলে নিজেদের সৈন্যদের দিয়ে কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ কাজকে সাধন করা এবং শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা ভেঙ্গে দেওয়া, স্বল্পমেয়াদী রণকৌশলের মধ্যে পড়ে। যেমন, ভারত-পাক্ যুদ্ধে পাকিস্তানীরা ধারণা করতে পারেনি যে, এত উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে ভারতীয়রা ট্যাংক নিয়ে যুদ্ধ করবে।

খ) দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশলের অন্যতম প্রধান উদাহরণগুলি আমরা পাই, চিন-ভারত যুদ্ধ ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থেকে। যেমন, পাঞ্জাব-রাজস্থান সীমারেখা বরাবর পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে বাংকার ও পিলবক্স তৈরী করেছিল এবং সীমারেখার সঙ্গে সমান্তরাল করে 'ইছোগিল খাল' নামক গভীর খাল খনন করেছিল যাতে ভারতের সাঁজোয়া বাহিনী পাকিস্তান সীমান্তে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপভাবে চিন, ভারত সীমান্তের কাছে সড়ক পথ ও বিমান ঘাঁটি দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ করেছিল। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে, চিন ভারতকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কার্যকলাপ চালিয়েছে।

৪। মাঝে মাঝে সীমান্ত এলাকার শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পিছিয়ে যাওয়া। ফলে শত্রুপক্ষ সবসময়ের জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য রাখতে বাধ্য হয়। চিন-ভারত যুদ্ধে চিন ভারতের বিরুদ্ধে এই রকমই এক রণকৌশল অবলম্বন করেছিল।

Scanned with CamScanner

৫। রুশ-চিন সীমান্তে উশারী নদী (Ussari River) শীতকালে বরফাবৃত থাকে। রুশ-চিন যুদ্ধের সময় চিনা সৈন্যরা যখন এই বরফাবৃত নদীর উপর দিয়ে রুশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাশিয়া গ্রাট (GRAAT) কামান (যার থেকে চল্লিশটি গোলা একসঙ্গে ছোঁড়া যায়) দিয়ে উশারী নদীর বরফ গলিয়ে দিয়েছিল। ফলে চিনা অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ইহাও একটি রণকৌশল।

৬। 'ফায়ার অ্যান্ড মুভ্' (Fire and move) যুদ্ধক্ষেত্রের এক উল্লেখযোগ্য রণকৌশল। রণভূমিতে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী প্রাচীর তৈরী করতে করতে প্রতিরক্ষামূলক আড়ালের সাহায্যে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এই রণকৌশলের অন্তর্গত। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আফগানরা এই কৌশল অবলম্বন করেছিল।

৭। যুদ্ধের সময় 'ছুটে এসে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়া' (Hit and run) হল যুদ্ধের এক অন্যতম রণকৌশল। এই ধরনের রণকৌশলটি ছিল মারাঠাদের নিজস্ব রণকৌশল।

Scanned with CamScanner